ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শ্রদ্ধার রাতের ঘুম কেড়ে নলেন কে!

পৃঃ ৫

ভারতে সবচেয়ে দামি তারকা বিরাট কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৭২ ● কলকাতা ● ১০ আষাঢ়, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৫ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রথম অধিবেশনের আগে বার্তা মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার, নয়াদিল্লির বিজেপি সরকার গড়েছে শরিক দলগুলির সাহায্যে প্রথম অধিবেশনের আগে বার্তা মোদীর। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কিছুটা 'নরম' হতে বাধ্য হয়েছে পদ্ম শিবির, মত রাজনৈতিক মহলের। সেই নমনীয়তার আঁচ পাওয়া গেল প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা শুরুর আগের ভাষণেও। সোমবার শুরু হল অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন, তার আগে দিল্লি থেকে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে সহমতের ভিত্তিতে কাজ করার বার্তা মোদীর। লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের ২৯২টি আসনের মধ্যে বিজেপি একক ভাবে পেয়েছে ২৪০টি আসন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' পেয়েছে ২৩৩ টি আসন।সোমবার লোকসভায় শপথ নিয়েছেন মোদীর মন্ত্রিসভার সদস্যেরাও। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে প্রোটেম স্পিকার হিসাবে শপথ নিয়েছেন ভর্তৃহরি মহতাব। প্রোটেম স্পিকার মোদীকে লোকসভার নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যেরা যখন সাংসদ হিসাবে শপথ নিচ্ছেন, তখন সংসদের বাইরে দেখা গেল অন্য ছবি। সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা। হাতে সংবিধান নিয়ে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের সনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খড়্গে, তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, সমাজবাদী পার্টির ডিম্পল যাদব, ডিএমকে-র কানিমোঝিরা সূত্রের খবর।

ফের কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, শুরু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : কথা দিয়ে আবার কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। শুরু হয়ে গেল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ। লোকসভা নির্বাচনের আগেই দেবকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ করবে রাজ্য সরকারই। কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে আর বসে থাকা নয়। যে কথা সেই কাজ। ভোট মিটতেই শুরু হল সার্ভে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ নিয়ে ১২ জুন সেচ দফতরের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বিদায়ী সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও ঘাটালের সাংসদ দেব, আর সেই বৈঠকেই ঠিক হয়েছিল, আপাতত ঘাটালের বন্যার জলের চাপ কমাতে দাসপুরের দুই সেচ খাল চন্দেশ্বর ও শোলাটোপা খালকে গভীর

এরপর ৩ পাতায়

যারা কাজ করবে না তাদের সরিয়ে দেবো,

সাংবাদিক বৈঠকে হুশিয়ারি মমতার

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন বিধাননগর, নিউটাউনে বেআইনি নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সংযোগও পেয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথ দখল হয়ে যাচ্ছে, পুরসভা-পুলিশ কেউ কিছু দেখে না। যারা কিছুই দেখে না, তাদের সরিয়ে দেব', বললেন মুখ্যমন্ত্রী। অফিসারদের কাছ থেকে বিজেপি মোটা টাকা তুলছে। গরু, কয়লা, বালি, পাথর-সবচেয়ে বেশি টাকা খায় বিজেপি। ওভারলোডিং ট্রাক, পুলিশের হাত দিয়ে টাকা যায় বিজেপির কাছে', তোপ মুখ্যমন্ত্রীর। একদিকে কেন্দ্র তিস্তার জল বিক্রি করে দিচ্ছে, রেল বিক্রি করে দিচ্ছে। তিস্তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হল, আমাকে জানালো না, বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছে', তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুর-পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, নবান্নের বৈঠকে তীব্র ভর্ৎসনা। পুর-পরিষেবা নিয়ে নবান্নে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। 'কোথাও জবরদখল হলে, সঙ্গে সঙ্গে কেন পদক্ষেপ নয়? কেউ টাকা খেয়ে, কেউ খাইয়ে এসব করছে', তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লোকসভা ভোটে পুর এলাকায় ধাক্কা, পরিষেবা নিয়ে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাহেরপুর, ঝালদা বাদে রাজ্যের সব পুরসভার মেয়র-চেয়ারপার্সনদের নবান্নে

এরপর ৩ পাতায়

তিস্তার জল বন্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে

কড়া চিঠি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার তিস্তার জল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশকে তিস্তার জল দিলে উত্তরবঙ্গ আগামী দিনে জল পাবে না বলে বারবার বলেছেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশের তিস্তার জল বন্টন চুক্তি নিয়ে বারবার আপত্তি জানিয়ে ছেলেন তিনি। সোমবার নবান্নে, সাংবাদিকদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান " একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার জল বিক্রি করে দিচ্ছে। মেডিকেল স্টুডেন্ট বিক্রি করে দিচ্ছে, তিস্তায় ১৪টা হাইড্রোল পাওয়া গেছে সেটা চোখে দেখেনি। ফারাক্কা নিয়ে আবার চুক্তি রিনিউ হচ্ছে। আমাদের জানালোনা "। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দুই নদী গঙ্গা ও তিস্তা। এরমধ্যে গঙ্গা হল দক্ষিণবঙ্গের লাইফ লাইন। আর উত্তরবঙ্গের জলের অন্যতম রুট তিস্তা। এই দুই নদী নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লিতে তিস্তার জল বন্টন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে জানানো হয়নি এবং ডাকাও হয়নি বলে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। " জলের অপর নাম জীবন। ওরা জানে না, উত্তরবঙ্গের একটা মানুষ আগামী দিনে পানীয় এক ফোঁটা পাবেনা। এবং জল নেই তিস্তায়। গায়ের জোরে ভাবছে নর্থ বেঙ্গল থেকে জিতেছে বলে, নর্থ বেঙ্গলের মানুষকে ডিপ্রাইভ করব"। নবান্নে এদের মুখ্যমন্ত্রী এই কথাও জানান। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কড়া চিঠি লিখেছেন। তিনি জানান, " আমি একটা স্ট্রং চিঠি আজকে

এরপর ৩ পাতায়

রানিগঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায়

গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রানিগঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত। ডাকাত দলের অন্যতম সদস্য বিবেক চৌধুরীকে এবার মেঘালয় থেকে পাকড়াও করল পুলিশ। শুক্রবার বিবেককে গ্রেফতার করা হয়, তারপর রবিবার ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয় জেলায়। আগামিকাল অভিযুক্ত ডাকাত দলের সদস্যকে আসানসোল আদালতে পেশ করবে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, এই বিবেকের গ্রেফতারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেদিন ডাকাতির ঘটনায় পুলিশের গুলির মুখে পড়ে ডাকাত দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। লুঠ করা সোনার সিংহভাগ অংশ নিয়ে বিবেক পালিয়েছিল মহম্মদ খালিদ নামে ডাকাত দলের অপর এক সদস্যের সঙ্গে। এই বিবেকই শেষ পর্যন্ত খালিদের সঙ্গে ছিল। সেই কারণে বিবেককে জেরা করে খালিদের হদিশ মিলতে পারে এবং সেই সঙ্গে লুঠ হওয়া সোনারও সন্ধান মিলতে পারে বলে অনুমান পুলিশকর্মীদের।রানিগঞ্জের সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় এই নিয়ে মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা যাচ্ছে, বিবেকের বাড়ি বিহারের সিওয়ান জেলায়। ডাকাতির ঘটনার পর সিওয়ানেই পালিয়েছিল বিবেক। তারপর সেখান থেকে এক আত্মীয় সূত্র ধরে পৌঁছে যায় মেঘালয়ে। এক পাথরের খাদানে। কিন্তু মেঘালয়ের ওই দুর্গম এলাকায় গা ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হল বিবেকের। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে শুক্রবার সন্ধেয় মেঘালয়ের ওই খাদানে হানা দেয় পুলিশ। তখন খাদানেই আত্মীয়র সঙ্গে হাঁটছিল বিবেক। তার খোঁজ করতে করতে যে বাংলার পুলিশ মেঘালয়ের ওই পাথর খাদানে পৌঁছে যাবে, তা ভাবতেও পারেনি বিবেক। শুক্রবার সন্ধের অতর্কিত হানায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় রানিগঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির অন্যতম অভিযুক্ত।

জাগরণে ভজন ও নৃত্যনাট্যের আয়োজন

জয়দীপ যাদব : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : নিউ পাহাড়পুর আলমপুর রোডের নিজ বাসভবনে সাব পরিবারের পক্ষ থেকে ভক্তি সহকারে মাতরানীর জাগরণ ও ভান্ডারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রে গণেশ গৌরী, নবগ্রহ, কলশ ও মা ভগবতী পূজা করা হয়। ভজন গায়ক ও নৃত্যনাট্য শিল্পীরা উপস্থিত ভক্তদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। এই উপলক্ষে রাম আচল সাভ, মনীশ সাভ এবং সতীশ সাভ বলেন, মাতরানীর আশীর্বাদ যে তারা এমন একটি পবিত্র সুযোগ পেয়েছে।

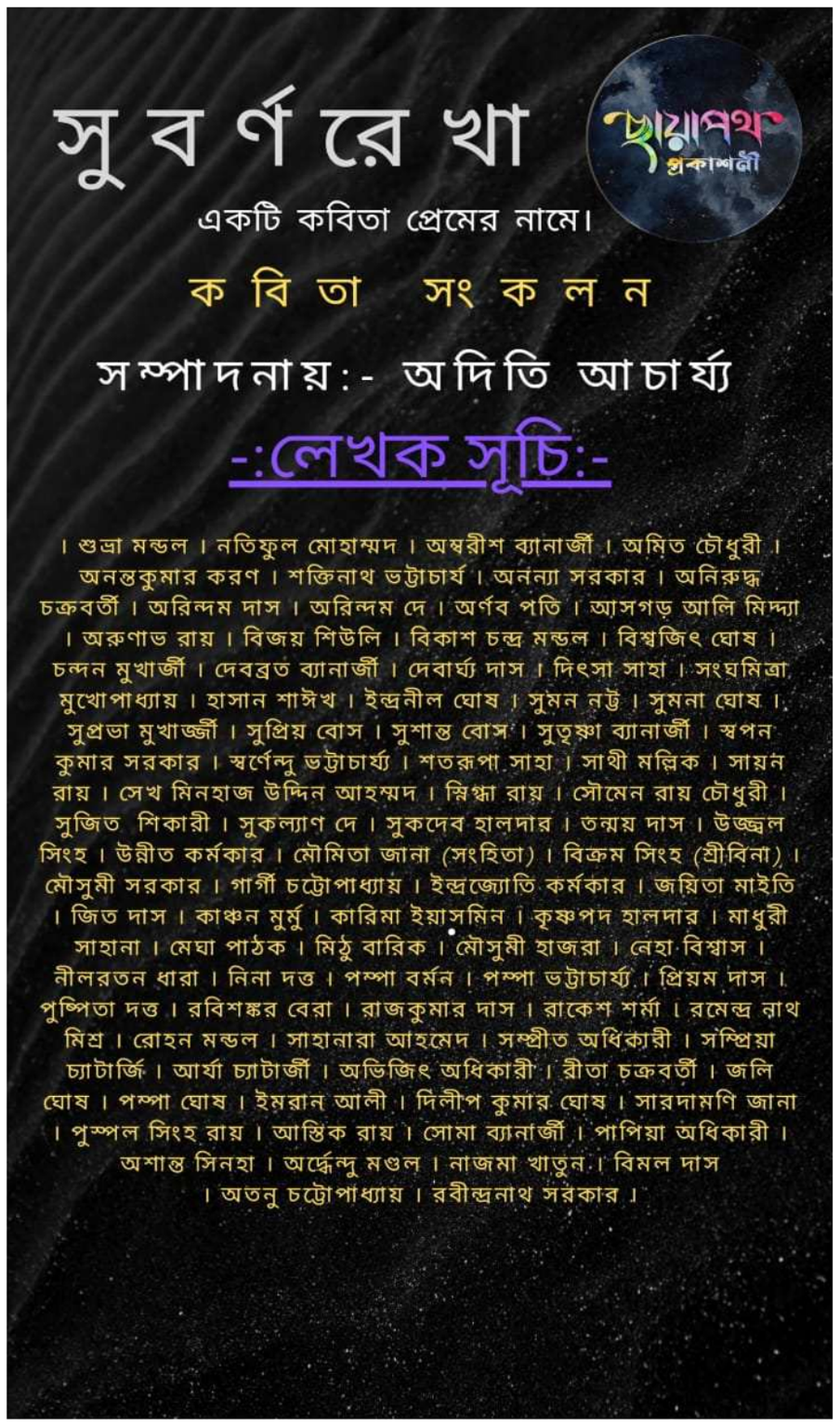

নতুন সরকার গঠনের পর

ভারতে লোকসভার প্রথম অধিবেশন আজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসের শুরুতেই টানা তৃতীয়বারের মতো ভারতে নতুন সরকার গঠন করেছে দেশটির ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। এবার নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ার পালা। এরই মধ্যে শপথ নিয়েছেন নতুন সাংসদরা। এ লক্ষ্যেই পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূলত এটি সংসদের বিশেষ অধিবেশন, যেখানে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী সদস্যরা সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে শপথ নিয়েছেন। এই অধিবেশনেই সংসদের দুই কক্ষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার কথা প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু।

সোমবার অধিবেশনের শুরুর আগেই রাষ্ট্রপতি ভবনে বিজেপি সংসদ সদস্য ভর্তৃহারি মহতাবকে লোকসভার প্রো-টেম স্পিকার হিসেবে শপথ পাঠ করান প্রেসিডেন্ট মুর্মু।

এরপরে বিজেপি সংসদ সদস্যরা স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় সংসদে পৌঁছান এবং অধিবেশন শুরুর আহ্বান জানান।

প্রথমদিনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা নীরবতা পালনের পর লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল উৎপল কুমার সিং সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্যের তালিকা পেশ করেন। এরপর প্রোটেম স্পিকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লোকসভার দলনেতা হিসেবে শপথ পাঠের আহ্বান জানান। এরপর প্রোটেম স্পিকারকে সাহায্য করার জন্য প্রেসিডেন্টের সুপারিশে সদস্যদের শপথ পাঠ করানো হয়।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট প্রোটেম স্পিকারের সহকারী হিসেবে কংগ্রেসের সুরেশ, ডিএমকে-র টিআর বালু, বিজেপির রাধামোহন সিং, ফাগন সিং কুলাস্তে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেন।

চেয়ারপারসনদের শপথের পর প্রোটেম স্পিকার মন্ত্রীদের শপথ পাঠ করান। আগামী দুইদিন ধরে সংসদে কেবল প্রতিটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানো হবে।

এরপর আগামী ২৬ জুন লোকসভায় অনুষ্ঠিত হবে স্পিকার নির্বাচন। এরপর প্রেসিডেন্ট আগামী ২৭ জুন সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন। প্রেসিডেন্টের সেই বক্তব্যের ধন্যবাদ জ্ঞাপন নিয়ে ২৮ জুন থেকে আলোচনা শুরু হবে।

আগামী ২ বা ৩ জুলাই পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরপরে অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাবে। আগামী ২২ জুলাই থেকে বাজেট পেশের জন্য ফের অধিবেশন শুরু হতে পারে।

একাধিক পদে রদবদল ঘটাল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমলা থেকে পুলিশ, রেহাই পাননি কেউ। সোমবার নবান্ন সভাঘরের প্রশাসনিক বৈঠকে পুর পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরই একাধিক পদে রদবদল ঘটাল নবান্ন। তিনি বনদপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিবেক কুমারকে ভূমি দপ্তর দেখার কথা বলেন।সেই মতো এদিন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিনোদ কুমারকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব করা হয়েছে। আর এক অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্মারকি মহাপাত্রকে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের সচিব করা হল। সমবায়ের সঙ্গে এই দপ্তরেরও দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণ গুপ্তা। তাঁকে শুধু সমবায় দপ্তরটি দেওয়া হয়েছে।তার পরেই সচিব স্তরে রদবদলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। বনদপ্তরের দায়িত্ব থেকে ভূমি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিবেক কুমারকে। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তাঁর কাছে প্রাণিসম্পদ দপ্তরটিও রইল। বনদপ্তরের দায়িত্বে এলেন অগ্নিনির্বাপণ ও আপৎকালীন পরিষেবা দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। বনদপ্তরটি থাকছে তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্বে।

অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনের শুরু আজ। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকের দিনটিকে গর্ব ও সাফল্যের দিন বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর নতুন সংসদ ভবনে এই প্রথম সাংসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমি প্রত্যেক নবনির্বাচিত সাংসদকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। নতুন সংসদ ভবন গঠন দেশের সাধারণ মানুষের সংকল্পকে সম্পূর্ণতা দান বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নব গতি ও নব উদ্যম এবং নব উচ্চতায় পৌঁছতে আমাদের এই নতুন সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, আজ অষ্টাদশ লোকসভার সূচনা লগ্ন ২০৪৭ সালের উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য অর্জনের পথকে প্রশস্ত করবে। ভারতের সাধারণ নির্বাচনকে বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ১৪০ কোটি দেশবাসীর কাছে এটি গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, ৬৫ কোটিরও বেশি ভোটদাতা এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে বলেন, স্বাধীনতার পর এটি দ্বিতীয়বার দেশের মানুষ কোনও একটি সরকারকে পর পর তিনবারের জন্য ক্ষমতায় আনলো। একে ৬০ বছর পর নিঃসন্দেহে এক গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। পর পর তিনবার তাঁর সরকারকে শাসনের সুযোগ দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের সদিচ্ছা, নীতি ও জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতাকে এর মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে আমরা এক প্রথার প্রবর্তন করেছি যেখানে সরকার চালাতে যেমন সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়, তেমনই দেশ চালাতেও সহমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মা ভারতীর সেবায় তাঁর সরকারের সবসময়েই প্রয়াস ১৪০ কোটি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহমত গড়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা। ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য থেকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এবারের অষ্টাদশ লোকসভায় অনেক তরুণ সাংসদদের শপথ গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারতীয় পরম্পরায় সংখ্যার দিক থেকে '১৮'র বিশেষ তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গীতাতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে কর্ম, কর্তব্য এবং ভালোবাসার বার্তা রয়েছে। পুরাণ ও উপ-পুরাণের সংখ্যাও ১৮। শ্রী মোদী বলেন, '১৮' সংখ্যাগতভাবে নিখুঁত। ভারতে ভোটদানে বয়সের শুরুও ১৮ থেকে। তিনি বলেন, ভারতের অমৃতকালে অষ্টাদশ লোকসভার গঠন এক শুভ ইঙ্গিত বহন করছে। আগামীকাল ২৫ জুন দেশে জরুরি শাসনের ৫০ বছর পূর্ণ হবে। ভারতীয় গণতন্ত্রে এই জরুরি শাসন এক কালো দিন। শ্রী মোদী বলেন, গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করে দেশকে কারাগার হিসেবে গড়ে তোলার অপচেষ্টাকে ভারতীয় সংবিধান যে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিল, ভারতের নতুন প্রজন্ম তা কোনও দিন ভুলবে না। প্রধানমন্ত্রী জোরের সঙ্গে ভারতের গণতন্ত্রিক ঐতিহ্যের কথা বলেন। তিনি দেশবাসীকে গণতন্ত্র রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। শ্রী মোদী বলেন, আমরা উজ্জীবিত গণতন্ত্রের শপথ নেব এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষায় সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণ করবো।

দেশের মানুষ তৃতীয়বারের জন্য তাঁর সরকারকে নির্বাচন করায় সরকারের দায়বদ্ধতাও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁর সরকার তিনগুণ বেশি পরিশ্রম করবে এবং তিনগুণ বেশি সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে। সংসদে নবনির্বাচিত সদস্যদের ঘিরে দেশের উচ্চাশার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত সাংসদদের জনকল্যাণে, জনপরিষেবায় এবং জনস্বার্থে কাজ করতে বলেন। বিরোধীদের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ চায় তাঁরা গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায় কাজ করুন। তিনি বলেন, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিরোধীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। শ্রী মোদী বলেন, মানুষ শ্লোগান চান না, কাজ চান। তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, সাংসদরা সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নিজেদের নিয়োজিত করবেন। সাংসদদের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংঘবদ্ধভাবে উন্নত ভারতের সংকল্প পূরণ এবং মানুষের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। দেশের ২৫ কোটি মানুষের দারিদ্র্য মুক্তি দেশে নতুন বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করেছে। শীঘ্রই ভারত দারিদ্র্যের বেড়াজাল কাটিয়ে উঠবে। শ্রী মোদী বলেন, ১৪০ কোটি দেশবাসী কঠোর পরিশ্রমে পিছপা নন। আমাদের উচিৎ, তাঁদের সর্বোচ্চ সুযোগ দেওয়া। তিনি বলেন, সভা হয়ে উঠুক সংকল্পের সভা। এবং অষ্টাদশ লোকসভা সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণ করুক। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের নতুন সংকল্প পূরণে পূর্ণ আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

২ পাতার পর

তিস্তার জল বন্টন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া চিঠি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রীকে দিচ্ছি। আমরা বাংলাদেশকে যথেষ্ট ভালোবাসি। তাদের জন্য আমরা ছিটমহল করে দিয়েছি। আমরা ইন্দ - বাংলাদেশ রেল সার্ভিস করে দিয়েছি"। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রেলওয়ে মিনিস্টার থাকাকালীন বনগাঁ, পেট্রাপোল, রানাঘাট, গেদে বাস সার্ভিস আমরা করে দিয়েছি। যে টাকা আমাদের দেওয়ার কথা ছিল কিচ্ছু দেয়নি। ড্রেজিং করেনি। ফলে কলকাতা পোর্ট ও ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। " বাংলাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য ভাতে মারার চক্রান্ত। আবার বলছে তিস্তার জল দেবে। যেন মনে হচ্ছে মহারাজ সব, মহাঅধিপতি। এমপিদের এখনো শপথ হলো না এর মধ্যে বিক্রি করে দিল বাংলার জল"। এই বলে কটাক্ষ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাকে বঞ্চনা এবং বাংলার জল বিক্রি করে দেওয়া মানে আগামী দিন গঙ্গার ভাঙ্গন আরো বাড়বে মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে জলের তলায় চলে যাবে। তাই হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যদি না শোনে একতরফা যদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে বাংলা তথা দেশজুড়ে আন্দোলন চলবে।

১-ম পাতার পর

যারা কাজ করবে না তাদের সরিয়ে দেবো, সাংবাদিক বৈঠকে হুশিয়ারি মমতার

তলব। ডাকা হয়েছে পুর উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদেরও। পুর পরিষেবায় কোথায় ঘাটতি, আলোচনা হবে বৈঠকে। লোকসভা ভোটে ১২১ পুরসভার মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ৬৭টিতে। ৫০টিতে এগিয়ে আছে শাসকদল তৃণমূল। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ ওয়ার্ডে ৪৫টিতে এগিয়ে বিজেপি। বালি ও হাওড়ার বিধায়কদেরও নবান্ন সভাঘরে তলব। বালি ও হাওড়া পুরসভার স্থগিত ভোট নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা।সঞ্জয় বনসাল কেও করা ভাষায় কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্বতারোহী লুকাসকে উদ্ধার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে পবর্তারোহী লুকাস ম্যাকক্লিসকে উদ্ধার করা হয়েছে। পথ হারিয়ে সান্তা ক্রুজ পর্বতমালায় প্রায় ১০ দিন ধরে আটকে ছিলেন তিনি। এ সময় সামান্য কিছু বন্য ফল ও পানি খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন লুকাস। বৃহস্পতিবার বড় ধরনের ক্ষতি ছাড়াই তাকে উদ্ধার করেছে অনুসন্ধানকারী দল। রবিবার ২৩ জুন এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। গত ১১ জুন তিন ঘণ্টার জন্য পাহাড়ে হাইকিং করতে যান ৩৪ বছর বয়সী লুকাস। দাবানলে ল্যান্ডমার্ক ধ্বংস হওয়ার কারণে জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন তিনি।

১৬ জুন বাবা দিবসেও বাড়ি না আসায় লুকাসের নিখোঁজের বিষয়টি পুলিশকে জানায় তার পরিবার। জঙ্গলের আশপাশের বাসিন্দারা তার চিৎকার শুতে পেয়েছিল। কিন্তু জঙ্গলে তাকে চিহ্নিত করা যায়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার সান্তা ক্রুজ শেরিফের অফিসের একটি ড্রোন তাকে দেখতে পায়। সান্তা ক্রুজ কাউন্টির এম্পায়ার গ্রেড রোড এবং বিগ বেসিন হাইওয়ের মধ্যবর্তী জঙ্গলে তাকে পাওয়া যায়। উদ্ধারের পর এবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লুকাস বলেন যে শুধু জুতা আর প্যান্ট পরেই হাইকিংয়ে বেড়িয়েছিলাম। মাথায় টুপি ছিল। একটা ফ্ল্যাশলাইট আর ফোল্ড করা কাঁচিও ছিল সঙ্গে।

বুট জুতার সাহায্যে মাটি খুঁড়ে প্রচুর পানি খেয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি।তবে এটাকে তিনি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই বছর আর কোনও হাইকিংয়ে যাচ্ছেন না বলেও জানালেন লুকাস।

১-ম পাতার পর

ফের কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, শুরু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ

করে খনন করা হবে। সেই বৈঠকের ১০ দিনের মাথায়, সেচ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা শনিবার এসেছিলেন দাসপুরে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে খতিয়ে দেখলেন তাঁরা।

সেই বৈঠকেই প্রস্তাব ছিল দাসপুরের দুটি সেচ খালকে শিলাবতী ও কংসাবতীর সঙ্গে যুক্ত করে জলের চাপ কমানো। সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে আজ দাসপুরে এসেছিলেন সেচ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন ঘাটাল, দাসপুরের একাধিক তৃণমূলের নেতৃত্বও। উপস্থিত ছিলেন জেলা সেচ দফতরের একাধিক আধিকারিক। প্রতিনিধি দলটি দাসপুরের চন্দেশ্বর খালের মুখ থেকে দাসপুরের সুরতপুর পর্যন্ত এলাকায় খতিয়ে দেখেন। প্রায় ৫ কিলোমিটার প্রস্তাবিত খাল কাটানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখলেন প্রতিনিধি দল।লোকসভা ভোটে প্রধান ইস্যু ছিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে হাতিয়ার করেছিল তৃণমূল থেকে বিরোধীরা। লোকসভা ভোটে ঘাটালে দেব জেতার পরেই, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের শুরু হল তোড়জোড়। কয়েক দশকের প্রতীক্ষার পর এই কাজ শুরু হওয়ায় খুশি ঘাটাল-সহ গোটা মেদিনীপুরের বাসিন্দারা।

ময়নাগুড়িতে ১৫ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ময়নাগুড়ি কৃষক বাজার এলাকায় একটি বিশাল অজগর সাপ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে সাপটিকে দেখতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে খবর দেয়। সংগঠনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর ১৫ ফুট লম্বা এই বার্মিজ প্রজাতির অজগরটিকে উদ্ধার করে।

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু কুমার রায় জানান, উদ্ধারকৃত অজগরটিকে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

এই ঘটনায় এলাকাবাসীরা সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়, তাই সকলকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ফ্রান্সে সেন্ট ট্রোপেজ-এ ৪৩তম ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ গেমস্ - এ চার জন এএফএমএস আধিকারিক ইতিহাস গড়লেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সের সেন্ট ট্রোপেজ-এ ৪৩তম ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ গেমস্ - এ চার জন আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসেসের আধিকারিক ৪৩টি পদক জয় করেছেন। এরা হলেন লেঃ কর্ণেল সঞ্জীব মালিক, মেজর অনীশ জর্জ, ক্যাপ্টেন স্টিফেন সেবেসটিয়ন এবং ক্যাপ্টেন ডানিয়া জেমস্। তাঁরা ১৯টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য এবং ৪টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। এটি বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে পেশাদারদের বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসেবে খ্যাত।

লেঃ কর্ণেল সঞ্জিব মালিক পুরুষদের ৩৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৫টি স্বর্ণ পদক জিতেছেন। মেজর অনীশ জর্জ জিতেছেন ৪টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক। ক্যাপ্টেন স্টিফেন সেবেসটিয়ন অনুর্ধ্ব ৩৫ বিভাগে ৬টি স্বর্ণ পদক জয় করেছেন। ক্যাপ্টেন ডানিয়া জেমস্ ৪টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এএফএমএস-এর মহানির্দেশক লেঃজেঃ দলজিৎ সিং আধিকারিকদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা আরও সাফল্য অর্জন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ গেমস্ স্বাস্থ্য পেশাদারদের জন্য অলিম্পিক গেমস্ - এর অনুরূপ। ১৯৭৮ সাল থেকে এই গেমস্ - এর শুরু। ৫০টি দেশের আড়াই হাজারের বেশি প্রতিযোগী প্রতি বছর এতে অংশ নেন। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসেস এর আধিকারিকদের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, তাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পেশায় যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রেও সম নৈপুণ্যের অধিকারী। তাঁদের এই সাফল্য আগামীদিনে দেশের চিকিৎসক ও নার্সদেরও ফিটনেস বজায় রাখার অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৭২ সংখ্যা ২৫ জুন, ২০২৪ মঙ্গলবার ১০ আষাঢ়, ১৪৩১

পরমাণু নীতি

হালনাগাদ শুরু করেছে রাশিয়া

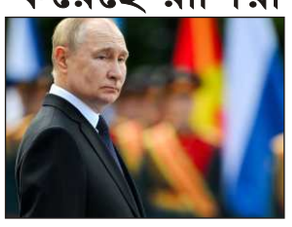

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরমাণু শক্তিধর দেশ রাশিয়া তাদের পরমাণু মতবাদ হালনাগাদ করা শুরু করেছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এই তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এটা নিয়ে কথা বলেছিলেন। পুতিনকে ঋদ্ধক করে পেসকভ বলেছেন, এই মতবাদকে বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কাজ চলছে। রুশ পার্লামেন্টের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য রোববার বলেছেন, পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিতে বেঁধে দেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কমিয়ে আনতে পারে মস্কো, যদি তারা মনে করে, হুমকি বাড়ছে।

গত মাসে পুতিন বলেছিলেন, রাশিয়া তার আনুষ্ঠানিক পরমাণু নীতি পরিবর্তন করতে পারে। কোন শর্তে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা নির্ধারণ করা হবে।

ইউক্রেন যুদ্ধ ১৯৬২ সালের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংঘাতের সূত্রপাত করেছে।

সম্পাদকীয়

ইজরায়েলি বোমায় নয়, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ

নিহতের সংখ্যা সাড়ে ৩৭ হাজার ছাড়িয়েছে। আজও অন্তত ৪২ জন প্যালেস্টাইনি গাজা শহরের শাটি শরণার্থী শিবির ও টুফাতে ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও এই মৃত্যু-খতিয়ান অনেকাংশেই অনুমান-ভিত্তিক। আসল মৃত্যু-সংখ্যা হয়তো এর অনেক বেশি। আর তা শুধু ইজরায়েলি বোমায় নয়, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ।শিক্ষাব্যবস্থাও অকেজো। বছরের এই সময়ে ৩৯ হাজার হাই স্কুল পড়ুয়ার 'তাওজিহি' (বোর্ডের পরীক্ষা) দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন সে সব ভাবনার বাইরে। যুদ্ধ কবে শেষ হবে, সেই আশায় পথে চেয়ে পড়ুয়ারা। বেট হানুনের বাসিন্দা আল-জানিন বলে, "যুদ্ধ শুরুর আগে পড়াশোনা করতাম। খুব মন দিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। বাবা-মা আলাদা করে গৃহশিক্ষক রেখেছিল।" যুদ্ধে বেশির ভাগ স্কুল-কলেজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আল-জানিনের স্কুলও আর নেই। সে বলে, "আমাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। পড়াশোনা বন্ধ। আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। আমি নিজেই পড়াশোনা করছি। একটা স্কুলে শরার্থী শিবির হয়েছে। আমরা এখন সেখানে থাকি। সেখানেই পড়াশোনা করছি।"

বিশেষ করে শিশুরা। গাজার হাসপাতালগুলিতে (যে ক'টি এখনও চলছে) অপুষ্টিতে মৃতপ্রায় শিশুর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক করে চলেছে, এই দীর্ঘ যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ডেকে আনবে। সে দিকেই ক্রমশ এগোচ্ছে গাজা। খাবার নেই, পরিস্রুত পানীয় জল নেই। সমাজমাধ্যমে ভেসে উঠেছে অসংখ্য ভিডিয়ো। এমনই এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি সাত বছরের শিশু বলছে, সে মরে যেতে চায়। কেন জানতে চাওয়ায় তার জবাব, "খাবার নেই। জল নেই। মা-বাবাও বেঁচে নেই। আমি মরে যেতে চাই।" চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, রাতের পর রাত ঘুম নেই। ভয় করলে জড়িয়ে ধরার জন্য প্রিয়জন নেই। চারপাশে শুধু মৃত্যু। এ সব দেখে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য শিশু। রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমান, জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে গাজায় ৫ লক্ষেরও বেশি প্যালেস্টাইনি অনাহারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কারণ ইজরায়েল ত্রাণ ঢুকতে দিচ্ছে না, ফলে খাদ্যাভাব সীমা ছাড়াচ্ছে।গাজার বাসিন্দা সাবের আহমেদ সিওয়েল বলেন, "সারাদিনে কোনও মতে একটা রুটি জুটছে। শুধু ওই খেয়েই কাটানো। সঙ্গে আর কোনও খাবার নেই।" তাঁর কথায়, "রোজগার নেই। আর যদি অর্থ থাকতও, কেনার জন্য তো কিছু নেই। একবেলা ভাল করে খাব, তার উপায় নেই এখন। আমি, আমার বাচ্চারা ওই রুটি খেয়েই দিন কাটাচ্ছি। দিনে একবারই খাই।"

সাবেরের বাড়ি উত্তর গাজার বেট লাহিয়ায়। পরিবারে সদস্য সংখ্যা ১১। অতগুলো পেটে খাবার জোগানো অসম্ভব হয়ে উঠছে। সাবেরের আকুতি, ইজরায়েলের বোমার হাত থেকে বাঁচলেও খিদের জ্বালায় হয়তো সন্তানরা আর বাঁচবে না। বললেন, "একটু জল পর্যন্ত নেই বাড়িতে।"

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল ,কে প্রকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারত বর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

লোকসভার প্রথম অধিবেশন, বাইরে বিক্ষোভ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার, ১৮তম লোকসভার অধিবেশনের শুরুর দিনেই তৃতীয়বারের জন্য সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর সাথেই শপথ নিলেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যসহ একাধিক নবনির্বাচিত সাংসদ। বাকিরা সাংসদ হিসেবে শপথ নেবেন মঙ্গলবার।

এদিন প্রধানমন্ত্রীসহ অন্য সাংসদদের শপথ গ্রহণ করান প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মাহতাব। তার আগে সাতবারের বিজেপি সাংসদ ভর্তৃহরি মাহতাবকে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ গ্রহণ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

এরপর প্রধানমন্ত্রীসহ একে একে অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, শিবরাজ সিং চৌহান, কিরেন রিজুজু, মনসুখ মান্ডব্য, জি কিষান রেড্ডি, চিরাগ পাসওয়ানসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাংসদ হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রোটেম স্পিকার। আর এভাবেই নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো ভারতের সংসদের অধিবেশন।

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রোটেম স্পিকারকে সহায়তা করার জন্য কংগ্রেস সাংসদ সুরেশ কোডিকুন্নিল, ডিএমকে সাংসদ টি আর বালু, তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির রাধা মোহন সিং, ফগন সিং খুলাস্তেকে নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করলেও, তিন বিরোধী সংসদ সদস্য সেই দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন।

সংসদের অধিবেশন চলবে আগামী ৩ জুলাই পর্যন্ত। তার আগে আগামী ২৬ জুন লোকসভার স্পিকার পদে নির্বাচন, ২৭ জুন সংসদের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি।

সম্প্রতি ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ৫৪৩ আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা' (এনডিএ) জোট জয় পেয়েছে ২৯৩ আসন, এর মধ্যে বিজেপি একার ঝুলিতে রয়েছে ২৪০ আসন। অন্যদিকে বিরোধীদলের জোট 'ইন্ডিয়া'র জয় পেয়েছে ২৩৪ আসনে, এর মধ্যে কংগ্রেস একাই জয় পেয়েছে ৯৯ আসনে। স্বাভাবিকভাবে গত দুইটি মেয়াদের তুলনায় এবার বিরোধীরা অনেকটাই শক্তিশালী। আর সেটাই দেখা গেল এদিনের অধিবেশনের শুরুতে।

নেট, নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ, সংসদ ভবন চত্বরে বিভিন্ন ভাস্কর্য স্থাপন, সাতবারের বিজেপি এমপি ভর্তৃহরি মাহতাবকে প্রোটেম স্পিকার নিয়োগসহ একাধিক ইস্যুতে ঝড় তোলেন বিরোধী সাংসদরা।

ভর্তৃহরি মাহতাবকে প্রোটেম স্পিকার নিয়োগ নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন, আটবারের কংগ্রেস সাংসদ কোডিকুন্নিল সুরেশ থাকা সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করে ভর্তৃহরিকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ এর ফলে সরকার নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন এবং সুরেশের সিনিয়ারিটিকে অসম্মান জানানো হয়েছে।

আবার সংসদ হিসেবে এদিন যখন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শপথ গ্রহণ করেন, ঠিক তখনই নিট পরীক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে স্লোগান দেয় বিরোধীরা।

অন্যদিকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখার বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদরা। প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে এদিন সংবিধানের কপি হাতে নিয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, সায়নী ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি, টিআর বালুকে। প্রত্যেকেই হাতে সংবিধান নিয়ে 'সংবিধান রক্ষা, গণতন্ত্র রক্ষার' স্লোগান দিতে থাকেন। এমনকি সংসদ সদস্য হিসেবে নরেন্দ্র মোদি যখন শপথ নিতে ওঠেন, তখনও রাহুল গান্ধী সহ বিরোধী সাংসদরা হাতে সংবিধান নিতে দেখা যায়।

এনিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেভাবে সংবিধানের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এটা হতে দেব না। সেই কারণেই আমরা শপথ গ্রহণের সময় সংবিধান হাতে নিয়েছিলাম। আমাদের বার্তা স্পষ্ট। কোন শক্তিই ভারতের সংবিধানকে ছুঁতে পারবে না।

এদিকে অধিবেশনের শুরুতে এদিন গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকের দিনটি গৌরবের, বৈভবের। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো নতুন সংসদ ভবনে সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান। এতদিন পুরোনো সংসদ ভবনে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান হতো। আমি প্রত্যেক নবনির্বাচিত সংসদদের হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাচ্ছি। শ্রেষ্ঠ ভারত নির্মাণ ও বিকশিত ভারত তৈরির স্বপ্ন নিয়ে আজ ১৮তম লোকসভার সূচনা হচ্ছে। জনগণ আমাদের সরকারকে তৃতীয় মেয়াদের জন্য জনাদেশ দিয়েছে। আমাদের নীতি, আমাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন দিয়েছে। আমরা সব সময় সবাইকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করব, দেশসেবা করার জন্য ঐকমত্য গড়ে তোলা ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করব।

দেশে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি উত্থাপন করে কংগ্রেসকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল ২৫ জুন। যারা সংবিধানের গরিমা বোঝেন, সংবিধানকে সম্মান করেন, তাদের কাছে এই দিনটি ভোলার নয়। গোটা দেশকে সেদিন কারাগার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গণতন্ত্রে কালি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক দশক আগে ২৫ জুন ভারতের সংবিধানে যে কালিমা লেগেছিল, আগামীকাল তার ৫০ বছর পূর্তি হবে। এই ৫০ বছর পূর্তিতে দেশবাসী সংকল্প নেবে, যে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে।

জরুরি অবস্থা নিয়ে মোদির এই মন্তব্যের পর তাকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তার বক্তব্য সরকারিভাবে জরুরি অবস্থা জারি না করেও মোদি সরকার সেই আচরণটাই করে যাচ্ছে। আপনি কতদিন ধরে এভাবে দেশ চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন?

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

লোকমুখে বাবা লোকনাথের কথা শুনে; কৌতুহলবশতঃ দেখতে আসেন। পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে; বাবার আশ্রমে চলে আসেন। বাবা নতুন নামকরণ করেন- ব্রহ্মানন্দ ভারতী। তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হয়- লোকনাথের জীবন কাহিনী ও দর্শন।পরবর্তীতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যের লিখিত " সদগুরু সঙ্গ" প্রামান্য সাধনগ্রন্থ রূপে সমাদৃত হয়। বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মথুরা মোহন চক্রবর্তী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

শ্রদ্ধার রাতের ঘুম কেড়ে নিলেন কে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েকদিন ধরেই বলিউডে গুঞ্জন এক চিত্রনাট্যকারের প্রেমে পড়েছেন অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। গত বছর মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধা ও রণবীর কাপুর অভিনীত ছবি 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কার'। বাণিজ্যিক দিকে থেকে বিচার করলেন ছবিটিকে মোটামুটি ব্যবসা সফল ছবিই বলা যায়। এই সিনেমার গানগুলোও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। শোনা গেছে সেই ছবির লেখক রাহুল মোদীর সঙ্গেই নাকি চুপিসারে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী। এবার রাহুলের সঙ্গে নিজের ছবি নিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তাই অনেকের ধারনা অভিনেত্রী কি তাহলে নিজের সম্পর্কে সিলমোহর দিলেন। পাশাপাশি তিনি জানালে যে প্রেমিক তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। গত বছর থেকেই অনেকবার রাহুলের সঙ্গে দেখা গেছে এই অভিনেত্রীকে। কখনো নৈশভোজের অনুষ্ঠানে, কখনোবা রাহুলের বাড়িতে। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে তাই মিলিয়েছেন দুয়ে-দুয়ে চার। সম্প্রতি অনন্ত অম্বানী প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠানে আবারো রাহুলের সঙ্গে দেখা গেছে শ্রদ্ধাকে। সেই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে কালো রঙের বডিকন পোশাকে হাজির হয়েছিলেন শ্রদ্ধা, আর কালো রঙের স্যুটে ধরা দিয়েছিলেন রাহুল। রিয়ানার গানের তালে নেচেছেন দুজনেই। তবে ক্যামেরা দেখেই সাবধান হয়ে যান তারা। কিন্তু এবার আর রাখ ঢাক নয়, খুল্লামখুল্লা নিজেদের প্রেমের খবর জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। প্রেমিক রাহুলের সঙ্গে সেলফি তুলে ছবি দিয়ে ক্যাপশনে শ্রদ্ধা লেখেন- 'আমার হৃদয় কেড়ে নাও, অন্তত আমার ঘুমটা ফিরিয়ে দাও।' সঙ্গে হাসি মুখ আর লাল হৃদয়ের ইমোজি।

অন্যদিকে রাহুল ভীষণ রকমের ইনট্রোভার্ট। খুব বেশি ছবি তোলা বা সম্পর্ক নিয়ে প্রচারণায় একদমই আগ্রহী নন। কিন্তু শ্রদ্ধা কি এবার তাদের প্রণয়কে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন? সেই উত্তর সময়ই বলে দেবে।

দীপিকার মধুর প্রতিশোধ

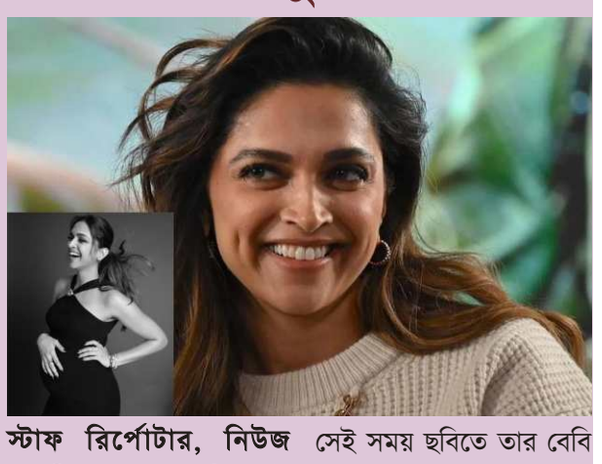

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধুর প্রতিশোধই হয়তো নিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। লোকসভা নির্বাচনের সময় স্ফীত উদর নিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীকে সমর্থন করে রণবীর সিং মুখ খুলেছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তবে চুপ ছিলেন দীপিকা। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় জবাব দিলেন তিনি। নিজের বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ্যে আনলেন। নিমেষে ভাইরাল সেই ছবি। ছবি দেখে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় ভরিয়েছেন তারা। মন্তব্যের ঘরে তাদের দাবি, নিন্দুকদের মুখে নাকি এ ভাবেই ঝামা ঘষেছেন তিনি।

২০ মে-র ঘটনা। দীপিকা ওই দিন রণবীরের সঙ্গে মুম্বাই লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম পর্বে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ছবিতে তার বেবি বাম্প দেখে এক দল নেটিজেন দীপিকার উদ্দেশে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কটাক্ষের বন্যায় ভেসেছিলেন সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের বড় কন্যা। সেই সময় স্বামী রণবীর তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দীপিকার একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, "বুড়ি নজর ওয়ালে তেরা মু কালা।" পাশে মজার ইমোজি। সে দিন একটা কথাও বলেননি অভিনেত্রী। নায়িকার নীরবতা সে দিন ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিল। বুধবার বোঝা গেল, সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন দীপিকা। ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'অনেক হয়েছে। এবার আমি সত্যিই ক্ষুধার্ত!'

বচ্চন পরিবারে অশান্তি এড়াতে যে সিদ্ধান্ত নিলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই। বিগত এক বছর ধরে ভক্ত-অনুরাগী থেকে শুরু করে বলিউডের আনাচে-কানাচে শোনা যাচ্ছে এ তারকা দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক ভালো নেই। এদিকে শাশুড়ি জয়া বচ্চনের সঙ্গে নাকি কিছুতেই সবকিছু মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারছেন না ঐশ্বরিয়া রাই। মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে নাকি মায়ের কাছেই থাকছেন এ অভিনেত্রী।

এরই মধ্যে এসেছে এক নতুন খবর। মুম্বাইয়ের বোরিভালি এলাকার ওবেরয় রিয়েলিটির ওবেরয় স্কাই সিটি প্রজেক্টে ১৫.৪২ কোটি টাকায় ছয়টি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন অভিষেক বচ্চন।

এ নিয়ে অনুরাগীদের মাঝে গুঞ্জন উঠেছে পরিবারে অশান্তি এড়াতে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে আলাদা থাকার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। যদিও এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে অভিষেক বচ্চন বা ঐশ্বরিয়া রাই কেউ কিছু বলেনি।

২০২৪ সালের ২৮ মে এই ছয়টি অ্যাপার্টমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এবং রয়েছে ১০টি গাড়ি পার্কিং করার স্পেস। ছয়টি অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে দুটি অ্যাপার্টমেন্টের আয়তন ২৫২ বর্গফুট, দুটি অ্যাপার্টমেন্টের আয়তন ১১০০ বর্গফুট (কার্পেট) এবং বাকি দুটি অ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপ ১০৯৪ বর্গফুট। বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন এর আগেও ওবেরয় রিয়েলটি দ্বারা নির্মিত অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে বিনিয়োগ করেছেন। ২০২১ সালের অগস্টে ওবেরয় রিয়েলিটির ওবেরয় ৩৬০ ওয়েস্ট প্রকল্পে মুম্বাইয়ের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ৪৫.৭৫ কোটি টাকায় বিক্রি করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। ২০১৪ সালে তিনি ৪১ কোটি টাকারও বেশি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটি কিনেছিলেন। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২০শে এপ্রিল বিয়ে করেছিলেন এ তারকা দম্পতি। চার বছর পর ২০১১ সালের নভেম্বরে তাদের কোল জুড়ে আসে মেয়ে আরাধ্যা। মেয়েকে ঘিরেই এখন ঐশ্বরিয়ার গোটা জগৎ। কিছুদিন আগে মেয়ের সঙ্গেই কান চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছিলেন।

যে কারণে লাল পোশাকে নিষেধাজ্ঞা দিলেন সোনাক্ষী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাত পোহালেই প্রেমিক জাহির ইকবালের সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। বান্দ্রায় অভিনেত্রীর নিজ বাড়িতেই আয়োজন করা হবে বিয়ের আসরের। শোনা যাচ্ছে, অতিথির সংখ্যা কম বলেই নিজের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন করেছেন সোনাক্ষী। এছাড়াও মুম্বাইয়ের একটি হোটেলে ঢালাও করে আরো একটি আয়োজন করার কথা রয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, ২৩ জুন বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন সোনাক্ষী। অভিনেত্রীর বাড়িতেই বসবে বিয়ের মণ্ডপ। এ সময় আয়োজনগুলোর মধ্যে থাকবে গায়ে হলুদ, মেহেদির মতো সমস্ত অনুষ্ঠানই। তবে ভিন্নতা থাকবে সোনাক্ষীর বিয়ের থিমে। থাকবে না চিরাচরিত হলুদ, গোলাপি, লালের ছোঁয়া। বিয়ের পোশাকও হবে আলাদা রকমের।

এর আগে সোনাক্ষী-জাহিরের বিয়ের কার্ড ফাঁস হয়ে যায়। সেখান থেকে তথ্য পাওয়া যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের লাল পোশাক না পরে আসার অনুরোধ করা হয়েছে। এমনকি ফরমাল পোশাকও পরিহার করতে বলা হয়েছে।

তবে এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনা হয়নি বিয়ের মেনু বা অন্যান্য বিষয়। সোনাক্ষীর বাড়িতেই বসবে বিয়ের মণ্ডপ, সাজিয়ে তোলা হবে বিশেষ থিমে। সেখানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সোনাক্ষী-জাহিরের ৫০ জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মানুষদের। এমনকি বলিউডের কেউই প্রায় এই আয়োজনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলেও শোনা যাচ্ছে।

এদিকে শোনা যাচ্ছে মূল বিয়ের আয়োজনে সীমিত অতিথি তালিকা রাখলেও বিশাল বড় করে রিসেপশন করবেন সোনাক্ষী। আয়োজনটি করা হবে মুম্বাইয়ের একটি বিলাসবহুল হোটেলে। সেখানে সোনাক্ষী বলিউডের সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে চান।

এ সময় অতিথি হিসেবে সোনাক্ষীর বিয়েতে দেখা যাবে বলিউডের ভাইজান খ্যাত সালমান খানকে। এছাড়াও, সঞ্জয় লীলা বানসালির 'হীরামাণ্ডি' সিরিজের পুরো কলাকুশলীরা থাকবেন সোনাক্ষীর বিয়েতে। এদিকে সোনাক্ষীর বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা জানিয়েছেন, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তিনি এখনো কিছুই জানেন না। সোনাক্ষী যদি তাদের এই বিষয়ে জানায়, তাহলে মন খুলে আশীর্বাদ করবেন এই জুটিকে।

কিন্তু এরই মধ্যে আলোচনায় চলে আসলো সোনাক্ষীর মা ও ভাই। খবর এসেছে, সোনাক্ষীর মা পুনম সিনহা এবং ভাই লাভ সিনহা অভিনেত্রীকে সামাজিক মাধ্যমে অনুসরণ করেন না। সোনাক্ষীর বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা মেয়ের বিয়ে নিয়ে সাম্প্রতিক অভিমত এবং সোনাক্ষীর পরিবারের সঙ্গে হবু জামাই জাহিরের দূরত্ব নিয়ে এখন নতুন করে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে নেটিজেনদের মনে। নেটিজেনরা বলছেন, সোনাক্ষী তার পরিবারের আদরের, এরপরেও কি কারণে হঠাৎ তাদের মধ্যে এমন দূরত্ব বাড়লো!

নতুন লুকে ধরা দিলেন জিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে নতুন লুকে ধরা দিলেন ভারতের পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ। কিছুদিন আগেই তার প্রযোজনায় বাংলা সিনেমার প্রথম সায়েন্স ফিকশন ও কমেডি ঘরানার ছবি 'বুমেরাং' মুক্তি পেয়েছে। এর পরেই নতুন লুকে ধরা দিলেন অভিনেতা।

পরিচালক নীরজ পাণ্ডে পরিচালিক ওয়েব সিরিজ 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এ অভিনয় করার সময় এ নতুন লুকে দেখা গেছে তাকে।

১৯ জুন কলকাতার শ্যামবাজারে শুটিং করার সময় মোটা গোঁফ, সুঠাম চেহারা রাগী পুলিশের চরিত্রে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন জিৎ। কখনো খাঁকি পোশাক তো কখনো আবার সাদা ফর্মালে। ক্যামেরার সামনে আসতেই পুরোদমে অ্যাকশন মুডে তিনি। একেবারে পাওয়ার প্যাকড হিরো যাকে বলে।

এদিন শ্যামবাজারে শুটিং স্পটে জিৎকে দেখার জন্য আশেপাশের বাড়ির বারান্দা, ছাদে সব জায়গাতেই কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় ছিল। তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাটাই বেশি। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের ঘরের কাজ ফেলে ছুটে এসেছিলেন। এ অভিনেতা শুটিংয়ের ফাঁকে হাসি মুখে হাত নেড়ে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়েছেন।

সিরিজটি রিয়েলেস্টিক করার জন্য কোনো কিছু বাদ রাখেননি নির্মাতারা। গল্পের সাথে মিল রেখে চলছে শুটিং। বেশিরভাগ দৃশ্যের শুটিং হবে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার এলাকায়। এর আগে পরিচালক শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রিট ঘুরে দেখেন।

এই সিরিজে জিতের পাশাপাশি দেখা যেতে পারে প্রসেনজিৎ, পরমব্রত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কেও। সিরিজে অভিনয় করতে পারেন শোলাঙ্কি রায় ও চিত্রাঙ্গদা শতরূপা। 'খাকি দ্য বিহার চ্যাপ্টার' দেখার পর থেকেই দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে ভক্তদের আশা। করন ট্যাকার অভিনীত সেই সিরিজকে দারুণ পছন্দ করেছিল দর্শক। আশা করা যায় বেঙ্গল চ্যাপ্টারকেও একইরকম ভালোবাসা দেবে মানুষ।

স্কটিশদের রুখে দিয়ে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে এগিয়ে সুইজারল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম ম্যাচে বিধ্বস্ত হওয়ার ধাক্কা সামলে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ল স্কটল্যান্ড। প্রতিপক্ষের ভুলের সুবাদে শুরুতে গোলও পেয়ে গেল তারা। কিন্তু পারল না সেটাকে পুঁজি করতে, উল্টো করে বসল আরও বড় ভুল। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের জমজমাট লড়াইয়ের ম্যাচটি শেষ হলো সমতায়।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে কোলনে বুধবার (১৯ জুন) রাতে সুইজারল্যান্ড-স্কটল্যান্ড ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। স্কট ম্যাকটমিনে স্কটিশদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন জেরদান শাচিরি।

আসরে দুই দলের শুরুটা হয় দুইরকম। উদ্বোধনী ম্যাচে জার্মানির বিপক্ষে ৫-১ গোলে উড়ে যায় স্কটল্যান্ড। ওইরকম শুরুর পর তাদের এমন লড়াকু পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসনীয়। পুরো ম্যাচে বল দখলে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও গোলের জন্য বেশি শট নেয় তারাই; তাদের ১২ শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। আর সুইজারল্যান্ডের ১১ শটের চারটি থাকে লক্ষ্যে।

হাঙ্গেরিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে আসর শুরু করা সুইজারল্যান্ড এদিন ম্যাচের শুরুতেই বড় ভুলটা করে বসে। তাদের কর্নার রুখে দিয়ে পাল্টা আক্রমণে ওঠে স্কটল্যান্ড।

সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে জোরাল শট নেন ম্যাকটমিনে, বল যদিও গোলরক্ষক ইয়ান সমেরের সোজাসুজিই ছিল। কিন্তু মাঝপথে পা বাড়িয়ে দেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার ফাবিয়ান শার, বল তার পায়ে লেগে দিক পাল্টে আশ্রয় নেয় জালে।

খানিক পর অভাবনীয় এক ভুল করে বসে স্কটল্যান্ডও, সুযোগটা কাজে লাগাতে একটুও ভুল করেনি সুইজারল্যান্ড। নিজেদের সীমানায় নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়ার ফাঁকে লক্ষ্যহীন এক ব্যাকপাস দিয়ে বসেন অ্যান্থনি রলসটন, প্রতিপক্ষের অমন উপহার পেয়ে ২০ গজ দূর থেকে বুলেট গতির শটে সমতা টানেন শাচিরি।

পরের কয়েক মিনিটে ভালো দুইটি আক্রমণ করে সুইজারল্যান্ড, লক্ষ্যে শটও নেয়; কিন্তু সাফল্য ধরা দেয়নি। একবার তারা বল জালেও জড়ায়, সেটাও কাটা পড়ে অফসাইডে। পাল্টা আক্রমণে স্কটল্যান্ডও ছড়াচ্ছিল ভীতি, যদিও পরিষ্কার সুযোগ তারা তৈরি করতে পারছিল না।

৫৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করেন ড্যান এনডোয়ে। ওয়ান-অন-ওয়ানে তাকে ঠেকাতে এগিয়ে আসেন গোলরক্ষক, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট শটে হতাশ করেন সুইস ফরোয়ার্ড। এরপরই বড় এক ধাক্কা খায় স্কটল্যান্ড। চোট পেয়ে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার কিয়েরন টিয়েরনি।

দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে না দাঁড়ালে ৬৭তম মিনিটে ফের এগিয়ে যেতে পারত স্কটল্যান্ড। সেটপিস থেকে গোলের সুবর্ণ সুযোগ আসে; কিন্তু ছয় গজ বক্সের মধ্যে থেকে গ্যান্ট হ্যানলির হেড লাগে পোস্টে।

৮২তম মিনিটে আবারও বল জালে পাঠিয়েও গোল পায়নি সুইজারল্যান্ড। প্রতি-আক্রমণে ওয়ান-অন-ওয়ানে ঠিকানা খুঁজে নেন ব্রিল এমবোলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান।

শেষ সময়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার নিশ্চিত সুযোগ পান ম্যাকটমিনে, খুব কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টোকাটাও দেন তিনি; কিন্তু দারুণ দৃঢ়তায় রুখে দেন মানুয়েল আকাঞ্জি। পুরো ম্যাচে রক্ষণে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যানচেস্টার সিটির এই ডিফেন্ডারই হন ম্যাচ সেরা।

'এ' গ্রুপে দিনের আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরিকে ২-০ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে জার্মানি। দুই ম্যাচে স্বাগতিকদের পয়েন্ট ৬। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সুইজারল্যান্ড। স্কটল্যান্ডের পয়েন্ট ১। হাঙ্গেরি এখনও পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি।

হাঙ্গেরিকে হারিয়ে সবার আগে শেষ ষোলোয় জার্মানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 'এ' গ্রুপের ম্যাচে হাঙ্গেরিকে দুই গোলে হারিয়ে সবার আগে শেষ ষোলোয় নাম লেখাল জার্মানি।

বুধবার রাতে ইউরোতে গ্রুপ 'এ'র ম্যাচে হাঙ্গেরিকে ০-২ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। এর আগে প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দেয় জার্মানি। এ জয়ে ৬ পয়েন্ট এবং ৬ গোলে এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল জার্মানরা।

ম্যাচের কেবল ১৫ সেকেন্ডের মাথায় বল চলে যায় জার্মানির বক্সে। রোনাল্ড সাল্লাইসের শট ঠেকান ন্যুয়ার। তবে শুরুর ওই চাপ সামলে ২২ মিনিটেই লিড নিয়ে নেয় স্বাগতিকরা। উইলি ওরবানের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে জামাল মুসিয়ালাকে পাস দেন গুন্দোগান। গোল করতে ভুল করেননি মুসিয়ালা।

বিরতির ঠিক আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় দুই দলই। শুরুতে উইটার্জের কাছ থেকে পাওয়া বলে মুসিয়ালার নেওয়া শট ডিফ্লেক্টেড হয়ে সাইড নেটে লাগে। পরের মিনিটে সোজেবোসজালির শট ঠেকিয়ে দেন ন্যুয়ার। ৬০ মিনিটের সময় পোস্টের ওপর দিয়ে মেরে আরও একটি সুযোগ নষ্ট করেন সাল্লাই। ৬৭ মিনিটে উল্টো গোল পেয়ে যায় জার্মানি। এবার তাদের হয়ে গোল করেন গুনেদাগান নিজেই। মিটটেসটাটের বাড়ানো বল থেকে সহজেই গোল করেন গুন্দোগান। এরপর দুই দলই কিছু সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে জার্মানি।

কোপা আমেরিকা ২০২৪ সূচি

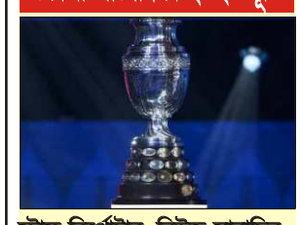

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :

গ্রুপ এ : আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, কানাডা

গ্রুপ বি : মেক্সিকো, একুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, জ্যামাইকা

গ্রুপ সি : যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া

গ্রুপ ডি : ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, কোস্টা রিকা

গ্রুপ পর্ব

তারিখ ও বার সময় ম্যাচ ভেন্যু

২১ জুন, শুক্রবার সকাল ৬টা আর্জেন্টিনা-কানাডা মার্সিডিজ-বেনজ স্টেডিয়াম, জর্জিয়া

২২ জুন, শনিবার সকাল ৬টা পেরু-চিলি এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম, টেক্সাস

২৩ জুন, রোববার ভোর ৪টা একুয়েডর-ভেনেজুয়েলা লেভি'স স্টেডিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়া

২৩ জুন, রোববার সকাল ৭টা মেক্সিকো-জ্যামাইকা এনআরজি স্টেডিয়াম, টেক্সাস

২৪ জুন, সোমবার ভোর ৪টা যুক্তরাষ্ট্র-বলিভিয়া এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম, টেক্সাস

২৪ জুন, সোমবার সকাল ৭টা উরুগুয়ে-পানামা হার্ড রক স্টেডিয়াম, ফ্লোরিডা

২৫ জুন, মঙ্গলবার ভোর ৪টা কলম্বিয়া-প্যারাগুয়ে এনআরজি স্টেডিয়াম, টেক্সাস

২৫ জুন, মঙ্গলবার সকাল ৭টা ব্রাজিল-কোস্টা রিকা সোফি স্টেডিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়া

২৬ জুন, বুধবার ভোর ৪টা পেরু-কানাডা চিলড্রেন'স মার্সি পার্ক, ক্যানসাস

২৬ জুন, বুধবার সকাল ৭টা চিলি-আর্জেন্টিনা মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউ জার্সি

২৭ জুন, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা একুয়েডর-জ্যামাইকা অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম, লাস ভেগাস

২৭ জুন, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ভেনেজুয়েলা-মেক্সিকো সোফি স্টেডিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়া

২৮ জুন, শুক্রবার ভোর ৪টা পানামা-যুক্তরাষ্ট্র মার্সিডিজ-বেনজ স্টেডিয়াম, জর্জিয়া

২৮ জুন, শুক্রবার সকাল ৭টা উরুগুয়ে-বলিভিয়া মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউ জার্সি

২৯ জুন, শনিবার ভোর ৪টা কলম্বিয়া-কোস্টা রিকা স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম, অ্যারিজোনা

২৯ জুন, শনিবার সকাল ৭টা প্যারাগুয়ে-ব্রাজিল অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম, লাস ভেগাস

৩০ জুন, রোববার সকাল ৬টা আর্জেন্টিনা-পেরু হার্ড রক স্টেডিয়াম, ফ্লোরিডা

৩০ জুন, রোববার সকাল ৬টা কানাডা-চিলি ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়াম, ফ্লোরিডা

১ জুলাই, সোমবার সকাল ৬টা জ্যামাইকা-ভেনেজুয়েলা কিউ২ স্টেডিয়াম, টেক্সাস

১ জুলাই, সোমবার সকাল ৬টা মেক্সিকো-একুয়েডর স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম, অ্যারিজোনা

২ জুলাই, মঙ্গলবার সকাল ৭টা বলিভিয়া-পানামা ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়াম, ফ্লোরিডা

২ জুলাই, মঙ্গলবার সকাল ৭টা যুক্তরাষ্ট্র-উরুগুয়ে অ্যারোহেড স্টেডিয়াম, ক্যানসাস

৩ জুলাই, বুধবার সকাল ৭টা ব্রাজিল-কলম্বিয়া লেভি'স স্টেডিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়া

৩ জুলাই, বুধবার সকাল ৭টা কোস্টা রিকা-প্যারাগুয়ে কিউ২ স্টেডিয়াম, টেক্সাস

কোয়ার্টার-ফাইনাল

৫ জুলাই, শুক্রবার সকাল ৭টা এ১-বি২ এনআরজি স্টেডিয়াম, টেক্সাস

৬ জুলাই, শনিবার সকাল ৭টা বি১-এ২ এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম, টেক্সাস

৭ জুলাই, রোববার ভোর ৪টা ডি১-সি২ স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম, অ্যারিজোনা

৭ জুলাই, রোববার সকাল ৭টা সি১-ডি২ অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম, লাস ভেগাস

সেমি-ফাইনাল

১০ জুলাই, বুধবার সকাল ৬টা প্রথম ও দ্বিতীয় কো.ফাইনাল জয়ী মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউ জার্সি

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা তৃতীয় ও চতুর্থ কো.ফাইনাল জয়ী ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম, নর্থ ক্যারোলিনা

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী

১৪ জুলাই , রোববার সকাল ৬টা দুই সেমি ফাইনাল বিজিত ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম, নর্থ ক্যারোলিনা

ফাইনাল

১৫ জুলাই, সোমবার সকাল ৬টা দুই সেমি ফাইনাল জয়ী হার্ড রক স্টেডিয়াম, ফ্লোরিডা

অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে স্টয়নিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যাটে-বলে দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে যাচ্ছেন মার্কাস স্টয়নিস। যার প্রতিফলন পড়েছে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে। প্রথমবারের মতো এই সংস্করণের অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে উঠেছেন তিনি। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পথে দুই ধাপ এগিয়ে এখন তিনে সাকিব আল হাসান।

পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের হালনাগাদ যথারীতি বুধবার প্রকাশ করেছে আইসিসি। টি-টোয়েন্টির অলরাউন্ডারদের তালিকায় একধাপ এগিয়ে এখন চূড়ায় অস্ট্রেলিয়ার স্টয়নিস। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার শেষ গ্রুপ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৯ রানের চম

ৎকার ইনিংসে খেলেন স্টয়নিস। ওই ম্যাচে বোলিং করেননি তিনি। তবে আগের ম্যাচে নামিবিয়ার বিপক্ষে ৯ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট।

আসরে প্রথম ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ৬৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ও ১৯ রানে ৩ উইকেট নেন স্টয়নিস। পরে ইংল্যান্ডকে হারানোর ম্যাচে ৩০ রান করার পাশাপাশি ২৪ রান দিয়ে ধরেন এক শিকার। একের পর ম্যাচে দারুণ পারফরম্যান্স করে এখন তিনি র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ার সেরা অবস্থানে। তার রেটিং পয়েন্ট ২৩১।

স্টয়নিসের চেয়ে ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে সাকিব (২১৮)। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার গত বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলেন ৬৪ রানের চমৎকার এক ইনিংস। পরে নেপালের বিপক্ষে ১৭ রান করার পর ধরেন ৯ রানে ২ উইকেট। ২২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। শীর্ষস্থান হারানো আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নাবি ৩ ধাপ পিছিয়ে এখন চতুর্থ স্থানে।

টি-টোয়েন্টির ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ ধাপ এগিয়ে এখন ৭৫ নম্বরে সাকিব। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাওহিদ হৃদয়, লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, মাহমুদউল্লাহর অবনতি হয়েছে।

এই সংস্করণের ব্যাটসম্যানদের তালিকায় প্রথম চার স্থানে আগের মতোই ভারতের সুরিয়াকুমার ইয়াদাভ, ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট, পাকিস্তানের বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। পাঁচ ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা পঞ্চম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড।

বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে ইংলিশ লেগ স্পিনার আদিল রাশিদ। ৬ ধাপ এগিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেন। এক ধাপ করে পিছিয়ে পরের তিন স্থানে হাসারাঙ্গা, রাশিদ খান ও আনরিক নরকিয়া।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদের অবনতি হলেও বড় লাফ দিয়েছেন তানজিম হাসান। নেপালের বিপক্ষে আগুনে বোলিংয়ে স্রেফ ৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেওয়া এই পেসারের উন্নতি ২৮ ধাপ। যৌথভাবে নিউ জিল্যান্ডের ম্যাট হেনরির সঙ্গে তিনি আছেন ৬৯তম স্থানে।

লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনেরও অগ্রগতি হয়েছে তিন ধাপ। আফগানিস্তানের মুজিব-উর-রাহমানের সঙ্গে যৌথভাবে তার অবস্থান ২৭তম।

ভারতে সবচেয়ে দামি তারকা বিরাট কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহরুখ-সালমানদের পিছনে ফেলে ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান সেলিব্রেটি খেতাব ছিনিয়ে নিলেন বিরাট কোহলি। তার ব্র্যান্ড ভ্যালু ২২৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার অর্থ প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা। ২০২২ সালে বিরাটের ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল ১৭৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ একলাফে ২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। 'কনসালটেন্সি ফার্ম ক্রোল' ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী সেলিব্রেটি ব্যান্ডের তালিকা প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে সব বলিউড সেলিব্রেটিদের পিছনে ফেলে বিরাট কোহলি শীর্ষে রয়েছেন। ২০৩.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রণবীর সিং। ২০২৩ সাল ছিল শাহরুখের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ব্যবসা সফল বছর। দুটো ১০০০ কোটির ছবি উপহার দিয়েছেন বাদশা। তবুও বিজ্ঞাপনী জগতে দর খুব বেশি বাড়েনি তার।

ক্রোল'স সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ২০২৩ শীর্ষক এই প্রতিবেদনে ১২০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন শাহরুখ খান। দশম থেকে সোজা ৩ নম্বর স্থান করে নিয়েছেন কিং খান। ২০২০ সালের পর এই প্রথমবার প্রথম পাঁচে জায়গা হল তার।

১১১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন অক্ষয় কুমার। আলিয়া ভাট চতুর্থ থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছেন। তার ব্র্যান্ড ভ্যালু ১০১.১০ মিলিয়ন মার্কিন। ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

ক্রোল অনুসারে সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড র‍্যাংকিংয়ের সেরা ১০ -এর তালিকা:

১. বিরাট কোহলি। ২. রণবীর সিং। ৩. শাহরুখ খান। ৪. অক্ষয় কুমার। ৫.আলিয়া ভাট। ৬. দীপিকা পাড়ুকোন। ৭. এমএস ধোনি। ৮. সচিন তেন্ডুলকর। ৯. অমিতাভ বচ্চন। ১০. সালমান খান।

উল্লেখ্য, প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট, ডিজিটাল ক্যাম্পেন, ওয়েবসাইটে উপস্থিতির মতো বিষয় থেকে সম্ভাব্য আয়ের নিরিখে এই ধরনের ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে ধারণা করা হয়। যদিও মার্চেন্ডাইজিং থেকে আয়ের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না। সেলিব্রিটিদের ব্র্যান্ডের সবচেয়ে বেশি আয় আসে ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট থেকেই আসে।

জয়ের ধারায় ইন্টার মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। ঘরের মাঠে এবার কলম্বাসকে হারিয়েছে জেরার্দো মার্তিনোর দল।

ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকালে ২-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। ম্যাচের তিনটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে।

ম্যাচের দশম মিনিটে এগিয়ে যায় মায়ামি। কর্নার কিকে হেডে স্বাগতিকদের আনন্দের উপলক্ষ্য এনে দেন ইয়ান ফ্রে।

২১তম মিনিটে সতীর্থের কাটব্যাক পেয়ে হেডে ব্যবধান দ্বিগুন করেন লিওনোর্দো কাম্পানা। গোছালো আক্রমণে ৪০তম মিনিটে ব্যবধান কমায় কলম্বাস। সতীর্থের ক্রসে খুব কাছ থেকে পা বাড়িয়ে টোকায় জালে বল জড়ান হুয়ান এর্নান্দেস।

দলের প্রধান তারকা লিওনেল মেসিকে ছাড়া টানা দ্বিতীয় জয় পেল মায়ামি। কোপা আমেরিকায় খেলতে যুক্তরাষ্ট্রেই আছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মহানায়ক।

পুরো ম্যাচে গোলের আরও বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছে দুই দলই। কিন্তু আর জালের দেখা মেলেনি। ৬৮ শতাংশ বলের দখল নিয়ে গোলের উদ্দেশে ১৭টি শট নেওয়া কলম্বাসও পারেনি হার এড়াতে। তাদের কেবল চারটি শট ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে ১২ শটের ৭টি লক্ষ্যে রেখেই বাজিমাত করে মায়ামি।

এই জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখল মায়ামি। ২০ ম্যাচে ১২টি জয় ও ৫ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৪১। ১৮ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে সিনসিনাটি।

আগামী ৩০ জুন রোববার সকালে ন্যাশভিলের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR